ডব্লিউটিও ট্রিপস কাউন্সিল সদস্যদের প্রতি তিন শতাধিক বিশেষজ্ঞদের খোলা চিঠি, এপ্রিল ২৭, ২০১৩

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য TRIPS Waiver সম্প্রসারণ করতে হবে

প্রতি

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস (TRIPS) কাউন্সিল মেম্বার

আমরা উচ্চ, মধ্য ও স্বল্প আয়ের ১৩০টিরও বেশি দেশের আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব ও বাণিজ্য আইন, উন্নয়ন বিদ্যা, মানবাধিকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আইনবিদ ও শিক্ষাবিদ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলো ঞজওচঝ চুক্তি সম্পাদনে পরিপূর্ণ সামর্থ্য অর্জন না করা পর্যন্ত শর্তহীনভাবে সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য যে আবেদন করেছে তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে আমরা এই চিঠি লিখছি। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর হয়ে হাইতি'র যৌক্তিক আহ্বান সাপেক্ষে, একটি দেশ স্বল্পোন্নত হয়ে থাকাকালীন পর্যন্ত এই সময়সীমা বৃদ্ধি বলবৎ থাকা উচিত। জাতীয় স্বার্থ এবং অন্য দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের ক্ষেত্রে বিদ্যমান যে কোনও মেধাস্বত্ব আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংশোধন এনে জাতীয় আইন প্রণয়নের অধিকার স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোর থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি।

ট্রিপস চুক্তির ইতিহাস এবং ধারা ৬৬.১-র ভাষা এবং সেই সাথে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নিজেদের টেকসই কারিগরী ভিত্তি তৈরির জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার প্রয়োজনীয়তা, যাতে তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মেধাস্বত্ব সুরক্ষা বাধা হয়ে ওঠার বদলে সহায়ক ভূমিকা পালন করে– এই ব্যাপারগুলোই হচ্ছে সময়সীমা বাড়ানোর আবেদনের প্রতি আমাদের সমর্থনের মূল ভিত্তি। সুনির্দিষ্টভাবে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ হচ্ছে নিম্নরূপ:

১। ৬৬.১ অনুচ্ছেদটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদের যৌথ বোঝাপড়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়, যেখানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "একটি টেকসই কারিগরি ভিত্তি তৈরি করতে" স্বল্পোন্নত সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কিছুটা শিথিলতা প্রয়োজন, পাশাপাশি রয়েছে তাদের "অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক অন্তরায়সমূহ" অনুযায়ী "বিশেষ চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা"। ট্রিপস চুক্তির মুখবন্ধেও এই বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। ধারা ৬৬.১ বিষয়ে ঐকমত্য শেষ পর্যন্ত এটাই প্রকাশ করে যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলো অপ্রস্তুত অবস্থায় ট্রিপস-এর মানদন্ড অনুযায়ী মেধাস্বত্ব সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন শুরু করলে তাদের নিজস্ব টেকসই কারিগরী ভিত্তি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা নির্মাণ বাধাগ্রস্ত হবে। অন্য কথায়, অন্ততপক্ষে এই দেশগুলোর নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য নিজস্ব নীতি প্রণয়নের সুযোগ পাওয়া উচিত। মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান পরিস্থিতি এই তত্ত্ব সমর্থন করে না যে, কঠোর মেধাস্বত্ব সুরক্ষা আইন স্বল্পোন্নত দেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, স্থানীয় উদ্ভাবন, কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি, তথা সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

৩। ধারা ৬৬.১ উদ্দেশ্যমূলকভাবে স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোকে ট্রিপস চুক্তির আগে বা স্বল্পোন্নত দেশে রূপান্তরকালীন সময়ে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ সংক্রান্ত কোনও আইন প্রণয়ন করা থাকলে তা বাতিল করার অনুমতি দিয়েছিল। এ বিষয়ক ভবিষ্যত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও তাদের এ অধিকার বহাল রাখা উচিত। অর্থাৎ, ২০০৫ এর সম্প্রসারণের অনুচ্ছেদে যে অনড় অবস্থান অদুরদর্শীভাবে অনমোদন করা হয়েছিল তা ২০১৩ সম্প্রসারণে যুক্ত করা উচিত হবে না।

৪। ধারা ৬৬.১ অনুবলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যরা ঐকমত্য প্রকাশ করেন যে, কারিগরী ও অন্যান্য বিষয়ে সক্ষমতা অর্জনের জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় প্রয়োজন এবং প্রাথমিকভাবে ২০০৬ পর্যন্ত যে ১০ বছর সময় তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তা খুবই অপ্রতুল। এই বোঝাপড়া এটাই প্রমাণ করে যে, এ কারণেই আরও এক বা একাধিক সময়সীমা সম্প্রসারণ তাদের দরকার।

৫। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ১৯৯১ সাল থেকে খুব কম স্বল্পোন্নত দেশই 'স্বল্পোন্নত' মর্যাদা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে (কেবলমাত্র বতসোয়ানা, কেপ ভার্দে এবং মালদ্বীপ) এবং এই উন্নতি শুধুমাত্র জিডিপি'র কিছু প্রাথমিক উন্নয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, কোনও কারিগরী উন্নতি তারা ঘটাতে পারেনি। এটা স্বীকৃত যে, আরও কয়েকটি দেশ এই অতিক্রমের প্রক্রিয়ায় থাকলেও বহু স্বল্পোন্নত সদস্যই এমনকি এই উন্নতির যোগ্যতাই অর্জন করতে পারেনি।

৬। ধারা ৬৬.১ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, ২০০৫ সালে অনুমোদিত প্রাথমিক দশ বছরের রূপান্ত রকালীন সময়সীমা এবং তার পরবর্তী আরো সাড়ে সাত বছরের সম্প্রসারণের মতো বহু সময়সীমা নির্ধারণের ঘটনাই বিপুল সংখ্যক স্বল্পোন্নত দেশের কারিগরী সমন্বয় ও অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষ করে, ধারা ৬৬.২ অনুযায়ী ধনী দেশগুলোর কার্যকর প্রযুক্তি হস্তান্তরে ব্যর্থতার আলোকে। সুতরাং, এসব ক্ষেত্রে আরও পর্যাপ্ত সময়সীমা বরাদ্দ করা দরকার যাতে স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলো তাদের উন্নয়ন লক্ষ্যের দিকে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারে। একটি দেশ যতদিন স্বল্পোন্নত থাকবে ততদিন পর্যন্ত এভাবে সময়সীমা সম্প্রসারণের বিধান ডব্লিউটিও তে রয়েছে।

৭। আজ অবধি স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোকে কারিগরী সহায়তা প্রদানের নামে বিভ্রান্ত করার মাধ্যমে ৬৬ ধারা অনুযায়ী সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের বদলে ৬৭ ধারা অনুযায়ী ট্রিপস-মানদন্ডের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য স্বল্পোন্নত

দেশ এবং তাদের উন্নয়ন সহযোগীদের মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বর্তমান সম্প্রসারণ অনুরোধের মধ্যে ট্রিপস মানদন্ড অনুযায়ী অগ্রাধিকার শর্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হবে না।

৮। অপরিণত অবস্থায় ট্রিপস মানদন্ড অনুযায়ী স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোতে মেধাস্বত্ব সুরক্ষা আইন পাশ করা হলে তা ঐ দেশগুলোর মানবাধিকার নিশ্চিত করার সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে, বিশেষ করে, ঔষধ, শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক সম্পদ, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ সুরক্ষার জন্য প্রযুক্তি, জ্বালানি উন্নয়ন এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ/ প্রশমন ইত্যাদির মতো অপরিহার্য মৌলিক জনসেবা খর্ব হবে। এ ধরনের জীবন রক্ষাকারী পণ্য বা সেবার উপর মেধাস্বত্ব সুরক্ষা আইন থাকলে অসম বাজারি প্রতিযোগিতার ফলে এগুলোর মুল্য এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে যা স্বল্পোন্নত দেশ ও তার জনগণের সাধ্যের বাইরে চলে যেতে পারে।

৯। ৬৬.১ ধারা অনুবলে, ট্রিপস কাউন্সিল যথাযথ প্রণোদনামূলক অনুরোধ সাপেক্ষে "সম্প্রসারণের অনুমোদন প্রদান করবে"– এ কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই সম্প্রসারণ দরকষাকষির মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো কর্তৃক অনুমোদনের কোনও বিষয় নয়, বরং এটি বাধ্যতামূলক– এটি একটি অধিকার। এই সম্প্রসারণ তাই আসন্ন ট্রিপস কাউন্সিলে অনুমোদিত হওয়া উচিত, যা আগামী ২০১৩ ডিসেম্বরে বালিতে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাধারণ সভার পুর্বে স্থগিত হওয়া উচিত হবে না।

১০। এই সম্প্রসারণ অনুমোদন কিছু স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোর, যদি তারা চায়, নির্দিষ্ট মাত্রার মেধাস্বত্ব সুরক্ষা যেমন, ইউটিলিটি মডেল বা ট্রেডমার্কের বিধান, বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সীমিত আকারে অধিকার সংরক্ষণের বিধান তৈরির ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত করবে না। অন্য কথায় বলা যায়, এই পার্থক্য কেবলই সম্ভাবনা আকারে থাকবে, শর্ত আকারে নয়।

আমরা খবর পেয়েছি, কয়েকটি উন্নত সদস্য দেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন সময়সীমা বাড়ানোর দাবির সুর নামিয়ে আনা ও স্বল্পকালীন সময়সীমা (যেমন পাঁচ বছর) মেনে নেওয়া; বিদ্যমান পর্যায়ের মেধাস্বত্ব সুরক্ষা আইনে অনড় অবস্থান বজায় রাখা, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের মেধাস্বত্ব যেমন, পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক, ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিধান; স্বল্পোন্নত আলাদা দেশের জন্য আলাদা ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য স্বল্পোন্নত সদস্য দেশ ও তাদের সংগঠনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

আমরা মনে করি, এ ধরনের দাবি অন্যায্য এবং ৬৬.১ ধারার বক্তব্য ও চেতনার পরিপন্থী। অন্য দিকে, আমরা লক্ষ্য করেছি, ইউএনডিপি এবং ইউএনএইডস, গ্লোবাল কমিশন ফর এইচআইভি এন্ড দ্য ল', ৩০০ সুশীল সমাজভিত্তিক সংগঠনের একটি জোট, উন্নয়নশীল সদস্য দেশ এবং অন্যরা স্বল্পোন্নত দেশের এই সম্প্রসারণের দাবির প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

পরিশেষে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বল্পোন্নত থাকার ক্রান্তি কাল পর্যন্ত তাদেরকে ট্রিপস চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময় দেওয়ার অনুরোধের প্রতি আমরা আমাদের দৃঢ় সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি এবং আমরা দাবি করছি, এই অনুরোধ ট্রিপস চুক্তির ৬৬.১ ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং এর বিরোধিতা করা বা এ ব্যাপারে দর কষাকষি করা অবান্তর।

বিনীত,

প্রফেসর ব্রন্নক কে. বাকের, নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ল', ইউএসএ; প্রফেসর ইউসুফ ভাওডা, ইউনিভার্সিটি অব কোয়াজুলু নাটাল, দড়িগণ আফ্রিকা; প্রফেসর এমি কাপঝিন্স্কি, ইয়েল ল' স্কুল, ইউএসএ; প্রফেসর শন এম. ফ্লিন, ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' ইউএসএ; প্রফেসর রবার্ট হাউজ, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি অব ল' ইউএসএ; প্রফেসর পামেলা স্যামুয়েলসন, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ইউএসএ; প্রফেসর গ্রাহাম ডাটফিল, ইউনিভার্সিটি অব লিডস, ইউকে; প্রফেসর এন্ড্রু ল্যাং, লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকস, ইউকে; প্রফেসর সিলভিয়া কিয়েরকেগার্ড, ইউনিভার্সিটি অব সাউদ্যাম্পটন এন্ড জিয়ান জিয়াটং ইউনিভার্সিটি, ইউকে এন্ড চায়না; প্রফেসর পিটার ড্রাহস, দ্য অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া; প্রফেসর ড. বি.এস চিমনি, জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিয়া; প্রফেসর শামনাদ বশির, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব জুরিডিক্যাল সাইন্স, ইন্ডিয়া; প্রফেসর আলবার্তো জে. চেরডা সিলভা, ইউনিভার্সিটি অব চিলি ল' স্কুল, চিলি; প্রফেসর ম্যাথিউ রিমার, দ্য অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি ইন এগ্রিকালচার, অস্ট্রেলিয়া; ড. কেন হার্ভে, লা ট্রব ইউনিভার্সিটি, অস্ট্রেলিয়া; প্রফেসর আইডান হলিস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালগারি, কানাডা; প্রফেসর লিসা ফোরম্যান, ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টো, কানাডা; প্রফেসর জয় ফ্রেজার, আথাবাস্কা ইউনিভার্সিটি, কানাডা; প্রফেসর চানকাত তুলুনাই, আংকারা ইউনিভার্সিটি, তুরস্ক; কাইলি মরিসন, ইউনিভার্সিটি অব উলভারহ্যাম্পটন, ইউকে; প্রফেসর প্যাট্রিক বন্ড, ইউনিভার্সিটি অব কোয়াজুলু-নাটাল, সাউথ আফ্রিকা; ড. মেরি কোইভুজালো, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ এন্ড ওয়েলফেয়ার, ফিনল্যান্ড; প্রফেসর ইনগ্রিড স্নেইডার, ইউনিভার্সিটি অব হামবুর্গ, জার্মানি; প্রফেসর চিকোসা বান্দা, ইউনিভার্সিটি অব মালাওয়ি, মালাওয়ি; ক্যারোলাইন দিয়েরে বির্কবেক, ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড; প্রফেসর লিয়ন ফেলিপে সানচেজ আমবা, ফ্যাকাল্টি ডি ডেরেকো ডি লা ইউএনএএম, মেক্সিকো; প্রফেসর স্কট এস রবিনসন, ইনিভার্সিডাড মেট্রোপলিটানা, মেক্সিকো; ড. অ্যাবি ই এল ব্রাউনি, ইউনিভার্সিটি অব এবার্ডিন, স্কটল্যান্ড; আমানি থমাস মরি, পিএইচডি ক্যান্ডিডেট, ইউনিভার্সিটি অব বের্গেন, নরওয়ে; প্রফেসর এমিরিটাস হুয়ান রভিরা, ইউনিভার্সিটি অব বার্সেলোনা, স্পেন; প্রফেসর জেরি স্পিজেল, ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়া; হুগো স্পিনিলি, এডিটর গা সালুদ কোলেকটিভা, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ল্যানিউস, আর্জেন্টিনা; প্রফেসর আলবার্ট ফিগুয়েরাস, ইউনিভার্সিতাত অটোনোমা ডি বার্সেলোনা, স্পেন; ড. সেবাস্টিয়ান হনজ্, ইউনিভার্সিটি অব ব্রেমেন, জার্মানি; জেভিয়ার সেউবা, সিনিয়র এসোসিয়েট রিসার্চার, ইউনিভার্সিট ডি স্ট্রাসবুর্গ, ফ্রান্স; মালেবাকেং ফোরেরে, ডিরেকটর রিসার্চ ফেলো, ওয়ার্ল্ড ট্রেড ইনস্টিটিউট, ইউনিভার্সিটি অব বার্ন, সুইজারল্যান্ড; ড. ড্যানি জোস্ট, ইউনিভার্সিটি অব বার্ন, সুইজারল্যান্ড; পেড্রো পারানাগুল, ফুনদালিও গেটুলিও ভারগাস, ব্রাজিল; প্রফেসর ন্চামাহ মিলার, ইনস্টিটিউট অব ফিলোসফি অব হাভানা, কিউবা; নুসারাপর্ন কেসমবুন, এসোসিয়েট প্রফেসর, খোন কায়েন ইউনিভার্সিটি, থাইল্যান্ড; ড. জিরাপর্ন লিম্পানানন্ট, চুলালংকর্ন ইউনিভার্সিটি, থাইল্যান্ড; আর্নেস্টো আলফন্সো সেলভা সাটার, ইনিভার্সিডাড চেনত্রোআমেরিকানা, এল সালভাদর; প্রফেসর ড. গ্যাব্রিয়েলা আর্গুয়েদাজ রেমিরেজ, ইনিভার্সিডাড ডি কোস্টারিকা, কোস্টারিকা; কাথারিনা সারানো, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ প্যাসিফিক স্কুল অব ল', ভানুয়াতু; ড. ক্লডিও শুফান, পিপলস' হেলথ মুভমেন্ট, ভিয়েতনাম;

[দেশভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব হিসেবে কয়েকজনের নাম উলেস্নখ করা হলো]